প্রবন্ধ...

খেলাকে খেলা বলু ন

মোহনবাগান ক্লাব ১৯১১'য় তা-ই বলেছিল। বলেছিল, নিয়ম করে অনু শীলন করা হয়েছে, তাই ফল পাওয়া গেছে, এ নিয়ে এত লাফালাফির কিছু নেই। কিন্তু বাঙালি সে কথা শুনবে কেন? অতএব জাতীয়তাবাদী শোরগোল। এখনও চলছে। লিখছেন

অনির্বা ণ ভট্টাচার্য

১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ করে দিলেন লর্ড কার্জ ন। কারও কথা কানেই তু ললেন না। সবাই হাত জোড় করে প্রথমে অনু নয় করল,এর পর বিক্ষোভ করল, তার পর যখন বু ঝল কিছু তেই কিছু হওয়ার নয়, তখন মিটিং করল, মিছিল করল, রাখী-বন্ধন, বন্দে মাতরমও করল। কার্জ নের ভারী বয়েই গিয়েছিল 'নেটিভ'গুলোর উত্তেজনায় পাত্তা দিতে। তাই কার্জ নেরই সিদ্ধান্ত বহাল র ইল। মানে বাঙালির এত দিনের 'একসাথ' অবশেষে ছিন্ন হল। তখন বাঙালি ডাক দিল স্বদেশীর। বলল বিলিতি সব কিছু ই বর্জ ন করতে হবে এবং পাশাপাশি গড়ে তু লতে হবে এমন এক অন্দর, যা হবে প্রত্যয়ী, দ্বিধাহীন, নির্ভী ক। অনেক হয়েছে, অনেক সয়েছি, এ বার সময় পাল্টা মার দেওয়ার। এমনিতেই ইংরেজরা বাঙালিদের চিরকাল মেয়েলি, পৌরুষহীন, দু র্ব লচরিত্র, অপরি ণতবু দ্ধি বলে এসেছে। তামাশা করেছে, পাতে দেওয়ার অযোগ্য মনে করেছে। খোঁ চা সয়ে অভি মানী বাঙালি দলে দলে আখড়ায় লাইন দিয়েছে, ব্যায়ামাগারে মু গুর ভাঁ জতে গেছে, তা-ও ইংরে জদের চোখে সেই তলানি হয়েই রয়ে গেছে। ইংরেজরা এ সব দেখে বলল, দূ র 'ওরিয়েন্টাল' খেলাধু লো করে জাতে ওঠা যায় নাকি? ফু টবল, ক্রিকেট ধরো বরং, যদি কোনও হিল্লে হয়। বাঙালি জমিদার, বনেদি, উচ্চবিত্তের দল ততক্ষণাৎ নেমে পড়ল এই পশ্চিমি কায়দা আয়ত্ত কর তে। ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল আগেই, কিন্তু এই বার, স্বদেশির হাওয়ায় বাঙালি যু ব-সম্প্রদায়ের নেশা ধরে গেল। এখানে ওখানে নতু ন নতু ন ক্লাব তৈরি হতে লাগল।

১৯১১'র আই এফ এ শিল্ড জয়ী মোহনবাগান দল। (বাঁ দিক থেকে) দাঁ ড়িয়ে: রাজেন সেনগুপ্ত, নীলমাধব ভট্টাচার্য , হীরালাল মু খোপাধ্যায়, মনমোহন মু খোপাধ্যায়, ব্রেভারেন্ড সু ধীর চট্টোপাধ্যায় এবং ভু তি সু কু ল; বসে: কানু রায়, হাবু ল সরকার, অভিলাষ ঘোষ, বিজয়দাস ভাদু ড়ী এবং শিবদাস ভাদু ড়ী (অধিনায়ক)

খেলা জমতে শুরু করল বটে কিন্তু বেধে গেল গোলমালও। ভারত বনাম ইংল্যান্ড, মোটেও ভাববেন না। খেলাকে প্রতিবাদের রূপ হিসেবে সে সময় প্রায় কেউই দেখতেন না। কিন্তু এ সবের ই মাঝে, ১৯১১ সালে মোহনবাগান ক্লাব গোরা সামরিক দল— ইস্ট ইয়র্ক রেজিমেন্টকে ২-১ গোলে হারিয়ে আই এফ এ শিল্ড জিতে ফেলল, আর তা নিয়ে প্রবল হুল্লোড় শুরু হয়ে গেল। দিকে দিকে কথা উঠল যে এই জয় নিছকই খেলার মাঠে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, বরং এই জয় সমগ্র জাতির। মোহনবাগান সেই মু হূ র্ত থেকে একটা ফু টবল ক্লাব নয়, জাতীয়তাবাদী প্রতীক হয়ে উঠল। গত ২৯ জু লাই এই 'ঐতিহাসিক' জয়ের একশো বছর হল। তাই এখন হুল্লোড়ের মাত্রা স্বভাবতই আকাশচু ম্বী। আনন্দ করতে কোনও অসু বিধা নেই, কিন্তু সঙ্গে প্রবল খটকাও থেকে যায়।

এই যে ধর া হচ্ছে , মোহনবাগান সমগ্র জাতির জন্যে লড়েছিল, সেটা আসলে কোন জাতি? সমস্ত ভারতবর্ষ বলে তো মনে হয় না। কারণ এই জয় নিয়ে সারা দেশে আলাদা করে উৎসব হয়নি। আর মহাত্মা গাঁ ধী আসার আগে প্রায় গোটা দেশ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একযোগে খেপে উঠেছিল, এ মনও তো কোনও খবর নেই। তবে কি জাতি বলতে সমস্ত বাংলার কথা বলা হচ্ছে? অনেকে বলবেন হয়তো হ্যাঁ , কিন্তু সে তর্কে না গিয়ে অন্য যু ক্তি ফাঁ দি। একটা গোটা জাতির প্রতিনিধিত্ব করতে গেলে দরকার হয় জন-সমর্থ ন এবং নেতৃ ত্ব দেওয়ার ইচ্ছে। জন-সমর্থ নেরই যদি কথা ওঠে, তা হলে দেখা যাবে যে আবছা আবছা এক রকম সমর্থ ন থাকলেও ক্লাবের সদস্য সংখ্যায় সেই সময় ভয়ংকর কোনও বৃ দ্ধি হয়নি। তখনকার মানু ষ যদি সত্যি মনে করতেন যে মোহনবাগান তাঁ দের মোক্ষলাভের মূ ল সহায়ক, তা হলে দলে দলে কেন তাঁ রা যোগ দিলেন না ক্লাবে? দল ভারী হলে তো বিপ্লবও জলদি আসে। এই ধরি মাছ না ছুঁ ই পানি গোছের সমর্থ নের মানে একটাই হতে পারে— খেলা সে সময় কোনও ভাবেই প্রতিবাদের রূপ ছিল না। আর এ ভাবেই যদি ব্রিটিশদের 'পাল্টা মার' দেওয়ার পরিকল্পনা থেকে থাকে, তা হলে ১৯১১-র আগেও অনু রূপ পরিস্থিতির সৃ ষ্টি হয়েছিল, কই তখন তো কেউ বিজয় পতাকা ওড়ায়নি! কেন?

১৮৯২ সালে সে কালের বড় দল— শোভাবাজার, ট্রেড্ স কাপ-এ দুঁ দে ইংলিশ দল ইস্ট সারে রেজিমেন্টকে ২-১ গোলে হারিয়ে দেয়। হইচই হয়েছিল? বা এখন হয়? মোটেও না। তার পরের বছর, খাঁ টি এদেশীয় ফোর্ট উইলিয়াম আর্সে নাল (মূ লত অবাঙালিদের নিয়ে তৈরি) আবির্ভা বেই জিতে নেয় কু চবিহার কাপ। এ খবর সবাই রাখেন কি? (এ-ও কি এক ধরনের আদি প্রাদেশিকতা?) প্রেসিডেন্সি কলেজের ফু টবল দল এই সময় ইংরেজ-সর্ব স্ব লা মার্টিনিয়ের, শিবপু র কলেজ বা সেন্ট জেভিয়ার্স কে বলে বলে হারাচ্ছে। আমরা খবর রাখি? ১৯০০ সালে ন্যাশনল ফু টবল দল সব হার্ড ল টপকে জেতে ট্রেড্ স কাপ। তখন এই প্রতিযোগিতা নিয়েই হত যত মাতামাতি, কিন্তু ন্যাশনলের এই কীর্তি কারও মনে নেই। তারাও তো ব্রিটিশ দলকে হারিয়েই সফল হল, কিন্তু... মজার ব্যাপার হচ্ছে মোহনবাগানও ১৯০৬-০৮ টানা তিন বার এই ট্রেড্ স কাপ জেতে। তখনও কিন্তু কেউ জাতীয়তাবাদের ধু য়ো তোলেননি, কেন? (খেয়াল করবেন কালটা কিন্তু বঙ্গভঙ্গের পর।)

কারণ আমরা এখন ঘটনাটিকে যেমন ভাবে দেখছি, তেমন আদৌ ছিল না। এবং, তখন যাঁ রা ে মাহনবাগান চালান, তাঁ রা নিজেরাও ক্লাবকে 'রেবেল' হিসেবে দেখেননি। তাঁ রা কোনও দেশের হয়ে, বিদেশি দেওয়াল ভাঙতে নামেননি। তাঁ দের 'অ্যাজেন্ডা' কোনও সময়ই বিদ্রোহ ছিল না। তাঁ রা চেয়েছিলেন এমন এক ক্লাব গড়তে, যেখানে বাঙালিরা নিয়ম মেনে শরীর ও চরিত্র গঠন কর তে পারে। ছাত্রদের সদস্যপদ দেওয়ার আগে তাদের চারিত্রিক দোষ-গুণ দেখা হত খুঁ টিয়ে, এ মনকী অভিভাবকের অনু মতি ছাড়া সদস্যপদ দেওয়া হত না। শোনা যায় প্রায়ই ছাত্রদের লাইন করে দাঁ ড় করিয়ে পাঠক্রম থেকে পড়া ধরা হত। আর মেজর শৈলেন বসু র আমলে তো ে মাহনবাগানের শৃ ঙ্খলাপরায়ণতা ও শিক্ষণপদ্ধতি ব্রিটিশদেরও চোখ টেনেছিল। আসলে তখন লক্ষ্য ছিল একটাই— ওদের খেলা ওদের মতো খেলতে হবে, ব্যস। মোহনবাগান ক্লাব সে দিন খেলাকে অন্য কিছু র সঙ্গে মেশায়নি।

ইতিহাস বলছে, ১৯১১-র শিল্ডেও সেমি-ফাইনাল পর্য ন্ত মোহনবাগানকে কেউ তেমন পাত্ত া দেয়নি । হঠাৎ এর পর থেকেই সমস্ত বাঁ ধ ভেঙে গেল। কিছু টা হুজু গ মনে হচ্ছে না? মনে হচ্ছে না, এই 'জাতীয়তাবাদী' প্রতীক আরোপিত? শিল্ড জয়ের পর যখন উদ্দাম নৃ ত্য চলছে চার পাশে, মোহনবাগান ক্লাব কিন্তু বিবৃ তি দিয়েছিল: এত হুল্লোড়ের আছেটা কী? নিয়ম করে অনু শীলন কর া হয়েছে , মন দিয়ে খেলা হয়েছে, তাই ফল পাওয়া গেছে, সিম্পল। অত লাফালাফি করবেন না।

এটাই ঝামেলার। আমরা তো আবার ভক্ত হতে খু ব ভালবাসি। ক্ষু দিরাম ভু ল লোককে বোম ে মরে ফাঁ সি গেলেন, আমরা ভক্ত হয়ে গেলাম, রবীন্দ্রনাথ নোবেল পেলেন, আমরাও এক ঠাকু র পেয়ে গেলাম, সেই ১৯১১'তেই বাংলা আবার জোড়া লেগে গেল, আমরা নেচে ফাটিয়ে দিলাম। খেয়ালই করলাম না যে একই সঙ্গে কলকাতা থেকে রাজধানী উঠে গেল দিল্লিতে। মোহনবাগানের

মূ ল বিশ্বাস বা পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের ঘন্টা। আমরা তো অপেক্ষায় শুধু , ব্যান্ড বেজে উঠবে, তার পর কোমরে গামছা জড়িয়ে লে ছক্কা...